ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিবিরের দখল পরিকল্পনা

PÆMvg, ivRkvnx, Bmjvgx, wm‡jU Ges Ljbv wekwe`¨vj‡q GLb wkwe‡ii GK"Q Î ivRZ| Gevi Zv‡`i Uv‡MU XvKv wekwe`¨vjq| †Mvcb ZrciZv Avi bq, wkwei Gevi bxj bKkv ˆZwi K‡i‡Q XvKv wekwe`¨vjq Rei `L‡ji...

wi‡cvU কাজী সাইফুদ্দিন অভি
খন্দকার তাজউদ্দীন

আউযু বিল্লাহ হিমিনার শায়তনির রাযিম, বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম। নাহমাদুহু ওয়ালা রাসুলিহিল করিম আম্মা বাদ। আসসালামু ওয়ালাইকুম সাথী ভাইয়েরা এ আসমান ও জমিনের মালিক কে? সাথীদের উত্তর- আল্লাহ তায়ালা। এ জমিনে দ্বীন কায়েম হবে কার? সাথীদের উত্তর- আল্লাহর। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মুজিববাদ, জিয়াবাদ এই বিভিন্ন মতবাদ কায়েম থাকবে নাকি ইসলামী মতবাদ কায়েম হবে? সাথীদের উত্তর- ইসলামী মতবাদ। ঠিক এভাবেই মহল্লার ছাদে, স্কুলের মাঠে প্রাথমিক প্রচারণার কাজ করে ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। প্রথম টার্গেট তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। দুনিয়ার কোনো জ্ঞান বোঝার আগে তৈরি করার চেষ্টা হয় শিবিরকর্মী। একটি কলম, একটি খাতা, সুন্দর ব্যবহার ও একটি কিশোর কণ্ঠ এ দিয়েই প্রাথমিক প্রচারণা ও সাথী তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে প্রতিদিন। আর তা ছড়ানোর জন্য চলছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখলের চেষ্টায় রয়েছে শিবির। যে নীল নকশা করা হয়েছে তাতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম

দিন দখল করে নেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে কাটাবন মসজিদ থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। কাটাবন থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান শিবির কর্মীদের দখলে চলে গেছে। নানাভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে তাদের। শাহবাগ, পরিবাগ, কাটাবন, পলাশী, নীলক্ষেত সংলগ্ন এলাকায় ৩৬টি ম্যাচের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে শিবির কর্মীরা তৎপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে তৎপর রয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল হল কমিটিতে তাদের স্থান সুনিশ্চিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বিভিন্ন হল কমিটির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে নিয়েছে শিবির কর্মীরা। ভয়াবহ পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেও কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণে নীরব রয়েছে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। অপরদিকে ছাত্রদলের ব্যানারে ছাত্র শিবির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিকে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে বলে জানা গেছে।

শিবিরের এই অস্বাভাবিক উত্থানের পেছনে জামায়াতপন্থি প্রশাসনের হাত রয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিএনপি'র ঘাড়ে চেপে শিবির একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা পরিকল্পিতভাবে এবার রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের মিশনে নেমেছে। প্রধান টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ কাজে তাদের সহযোগিতা করছে জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় তারা প্রথম নব ঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল টার্গেট নিয়েছে। পরবর্তী টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে সহাবস্থানের নামে নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করেছে। এরপর একে একে রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। আর এই লক্ষে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জঙ্গি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিবির ক্যাডারদের রাজধানীতে জড়ো করছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবির যে কৌশল অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দখল করেছিল ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতপন্থি শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি অনুষদের সাবেক ডীন ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবিদার অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী শিবিরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

Kvgi"j Avnmvb অবশ্য শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে বলেন, শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে সব ছাত্রই সমান। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির বলে কোনো কথা নেই। ছাত্র তো ছাত্রই। একে দলীয় ব্যানারে বিভাজন আমি বিশ্বাস করি না। শিবিরের ছাত্ররা আমার কাছে প্রশ্রয় পায় বিষয়টি আপনার কাছে শুনে আমি হতবাক হয়েছি।

আলিয়া মাদ্রাসায় অভিযান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আলিয়া মাদ্রাসায় একক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারেক রহমানের ছবিতে রক্তের দাগ দেয় শিবির। ছাত্রদল ও পুলিশ যৌথ হামলা করে শিবির কর্মীদের মারধর করে। আলিয়া মাদ্রাসার আল্লামা কাসগরি হলকে কেন্দ্র করে শিবির মাদ্রাসা দখলের মিশনে নেমেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই হলের শিবির সভাপতি আমজাদ এবং সাধারণ সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত এই মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মূলত ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শিবির কর্মীরা বুঝিয়ে দিল ক্যাম্পাসে এখন আর তারা ছাত্রদলের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে আলিয়া মাদ্রাসার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দখলের চেষ্টা

পুরনো ঢাকার জগন্নাথ কলেজকে সম্প্রতি সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের লক্ষে অধ্যক্ষ আয়েশা খানমকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ছাত্র শিবির ঐ ক্যাম্পাসে এতোদিন গোপন তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার পর তারা প্রকাশ্যে চলে আসে। প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানায়। রাজনীতি করার জন্য দোয়া চেয়ে মাঠে নামে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর তারা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে ৯ মার্চ ক্যাম্পাসে কর্মসূচি ঘোষণা করে। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল বের করার উদ্দেশ্য নিয়ে বহিরাগত শিবির ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে জড়ো করে। তারা 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' বলে স্লোগান ধরে। এ সময় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ তাদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বললে তারা ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করে। শিবির কর্মীরা হুমকি দেয় আমরা চলে যাওয়ার জন্য আসি নাই। এক সময় ছাত্রদলের কর্মীরা হামলা করলে শিবির কর্মীরা পাল্টা হামলা চালায়। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল এক হয়ে ক্যাম্পাস থেকে শিবির বিতাড়িত করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের বহিরাগত ক্যাডাররা মূল ভূমিকা পালন করে। তারা বার বার সশস্ত্র অবস্থায় ক্যাম্পাস দখল করার চেষ্টা চালায়। ঐদিন শিবির সভাপতি মোঃ সেলিম উদ্দিন রাতে চট্টগ্রাম চলে যায় এবং শিবির ক্যাডারদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। পরে সারা দেশ থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডারদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ১০ মার্চ শিবির ক্যাডাররা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

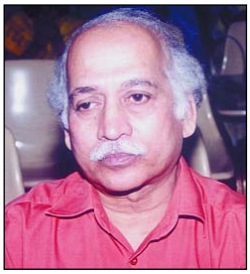

'কোনো সংগঠনকে শেল্টার দেয়া আমাদের কাজ নয়'

অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাবি উপাচার্য সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সব ছাত্র সংগঠনেরই রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। আর আমি যে পদে আছি এখানে বসে আমাকে সবার কথা শুনতে হবে।' ছাত্রশিবিরের স্মারকলিপি প্রদান সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, 'আমার কাছে যে কেউ কোনো কাগজ দিতে পারে, এটি তার সাংবিধানিক অধিকার। তাছাড়া যখন স্মারকলিপি দেয় তখন আমি অফিসে ছিলাম না। অফিসের কর্মকর্তারা গ্রহণ করেছে। অফিস তো এটি লুকাতে পারে না। যে কেউই কিছু দিতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে আমি কি করলাম সেটিই দেখার বিষয়।' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং হল প্রশাসন কর্তৃক শিবিরকে শেল্টার দেয়া প্রসঙ্গে ড. ফায়েজ বলেন, 'কোনো সংগঠনকে শেল্টার দেয়া আমাদের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। আমরা চাই ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে। আর এজন্য দরকার সবার সহযোগিতা।' ছাত্রশিবির ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক যেসব ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছে সে সম্পর্কে উপাচার্যের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি স্মারকলিপি গ্রহণ করেছি অফিস থেকে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্যও করবো না।'

ক্যাম্পাসে প্রবেশের টার্গেট নিয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশে বাবুবাজার, মিটফোর্ড, নিম্ন আদালত প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। পুলিশ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে ৪ জন শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। এরপরেও তারা ক্ষান্ত হয়নি।

গত ১২ মার্চ কাক ডাকা ভোরে ফজরের নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়ার ছুতোয় শিবিরের বহিরাগত প্রায় ২০০ ক্যাডার সশস্ত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে এবং ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে আসে। পরে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও প্রগতিশীল সকল ছাত্র সংগঠনের নেতারা ক্যাম্পাসে আসে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করতে বলে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশের সহযোগিতায় শিবির কর্মীদের বের করে দেয়। পরে কেন্দ্রীয় শিবির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জামায়াত নেতারা বিএনপির হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে।

মির্জা আব্বাসের বাসায় সমঝোতা বৈঠক

ছাত্র-শিবির নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিএনপি কর্মী-নেতাদের ম্যানেজ করে ছাত্রদলের সঙ্গে সহাবস্থান নিশ্চিত করে। ছাত্রদল প্রথমে বসতে রাজি না হলেও বিএনপি নেতাদের চাপে বসতে বাধ্য হয়। ছাত্রদলের শীর্ষ দু'নেতার একজন অবশ্য এ প্রস্তাবে বেশ খুশি হন। ১৩ মার্চ রাতে বিএনপির শীর্ষ নেতা মির্জা আব্বাস এমপির শহীদবাগের বাসভবনে আয়োজন করা হয় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সমঝোতা বৈঠক। বৈঠকে মির্জা আব্বাস ছাড়া বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, জামায়াতের সহ-সম্পাদক কামরুজ্জামান, ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, শিবির সভাপতি মোঃ সেলিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মাসুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছাত্রনেতাদের বক্তব্য শোনার পর বিএনপির শীর্ষ নেতারা ছাত্রশিবিরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহাবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন। জোট রক্ষায় তাদের সহানুভূতিশীল আচরণ করার কথা বলেন। এ বৈঠকের পর শিবির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাধে বিচরণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা নানাভাবে শিবির কর্মীদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক যা বললেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক আয়েশা শিরিন রহমান জানান, 'গত ৯ মার্চ ক্যাম্পাসে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা ঘটে গেছে। ঐ ঘটনার পর থেকে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ঢোকানো হচ্ছে। যাতে বহিরাগতরা এসে ক্যাম্পাসের পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে না পারে সেই জন্য এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখবো।'

ছাত্রশিবিরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের শেল্টার দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, এটি অর্থহীন কথা। ঢাকার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম হয় শুনেছি, কিন্তু ঢাকায় শিক্ষকরা ছাত্রশিবিরকে শেল্টার দেবে এটার প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আপাতত সব ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড না করার জন্য অনুরোধ করেছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে তারা তাদের কর্মসূচি পালন করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিন টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দখলের মিশন সার্থক হওয়ার পর ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দখল প্রতিষ্ঠার জন্য G‡M‡"Q| বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ইতিমধ্যেই তারা শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। প্রতিটি হলেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিবিরকর্মী রয়েছে। তারা এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সাহস না দেখালেও ভেতরে ভেতরে এই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে হলগুলোতে তাদের গোপন বৈঠক, পরামর্শ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু হলের কক্ষ নয়; মসজিদ, মাঠ, হলের ছাদে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বর্তমান অর্জন নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়। হলের জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মধ্যে ছাত্রশিবির প্রথমত ৪টি হলকে টার্গেট করেছে বলে জানা গেছে। হল ৪টি হচ্ছে সলিমুল্লাহ হল, জহুরুল হক হল, এফ রহমান হল এবং জিয়া হল। সলিমুল্লাহ হলের ১১৬, ৩১, ৯০, ১৯, ৩৩, ১৩২, ১৩৪, ১৩০, ১২৮, ৩৮, ৩২ নম্বর কক্ষগুলো শিবিরের দখলে রয়েছে বলে জানা গেছে। হল সভাপতি রফিকুর রহমান রাসেল ১১৬ নং কক্ষে এবং সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন ৩১ নং কক্ষে থেকে হলে শিবিরের কার্যক্রম পরিচালনা করে। জহুরুল হক হলের শিবিরের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ৩০০১ এবং ৩০০২ নম্বর কক্ষ থেকে শিবির তাদের কর্মকান্ড চালায়। জিয়া হলের ২১৭, ৩১৩, ৩১২, ৩১১, ৩০৮, ১০৭, ৪২৭, ২২৩ ও ৩০৩ নম্বর কক্ষগুলো থেকে শিবির তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এর মধ্যে হলের সভাপতি মহিউদ্দীন থাকেন ২২৩ নম্বর কক্ষে। সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ থাকেন ৩০৩ নম্বর কক্ষে।

এফ রহমান হলের সভাপতি মতিউর রহমান (কক্ষ-১১২) এবং সাধারণ সম্পাদক

শিক্ষাবিদদের প্রতিক্রিয়া

বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রশিবির যে দখলদারিত্বের রাজনীতি করার কৌশল চালাচ্ছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মৌলবাদী এই ছাত্র সংগঠনটি বর্তমানে বিএনপির সঙ্গে জোটে থাকায় তারা সরকারের পৃষ্ঠাপোষকতা পাচ্ছে। এই কারণে তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই অপশক্তির বিরুদ্ধে এক সময় জোরালো ভূমিকা ছিল বামদের। বর্তমানে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ায় শিবির সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে চাচ্ছে বলে আমি মনে করি। এই অবস্থায় প্রগতিশীল সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন শিবিরকে প্রতিরোধ করা দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় ওরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দেবে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলবাদীরা ভয়াল কালো থাবা বিস্তার করেছে। দেশে মৌলবাদী অর্থনীতির এখন বার্ষিক নিট মুনাফা ১২০০ কোটি টাকা। এই টাকার ৯.২ ভাগ আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলবাদীরা দেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করেছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন শিবির অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

ড. আবুল বারাকাত, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেলোয়ার হোসেন (কক্ষ-২২০) হলে অনেকটা ওপেন সিক্রেটভাবে ছাত্রশিবিরের কর্মকান্ড চালান বলে জানা গেছে। এছাড়া অন্য হলগুলোতেও ছাত্রশিবিরের শক্ত অবস্থান রয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে কমপক্ষে দুই থেকে তিনশত শিবিরকর্মী ক্যাডার রয়েছে। সূত্র জানায়, শিবিরকর্মীরা দিনে একবার কাটাবন মসজিদে জড়ো হয়ে তাদের কর্মপন্থা ও অগ্রসরতা সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্ট নেতাদের কাছে জমা দেয়। শুধু কাঁটাবন মসজিদই নয়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে যেমন কাঁটাবন, আজিমপুর, পলাশী, শাহবাগ, নীলক্ষেত, আলিয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিবিরের কর্মী-ক্যাডাররা অবস্থান করছে। প্রায় ৩২টি মেস ভাড়া করে তারা প্রতিটি দলে ২০-২৫ জন করে এসব জায়গায় রয়েছে। শিবির তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার পর ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নিতে এসব কর্মী-ক্যাডারদের ব্যবহার করবে বলে জানা গেছে।

জিয়া হলের প্রভোস্ট ড. বোরহান উদ্দিন খান জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হলে তিনি শিবিরকে শক্তিশালী করতে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন বলে হলের ছাত্রদল নেতারা জানায়।

এ বিষয়ে ড. বোরহান উদ্দিন খান সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'ছাত্রশিবিরকে সহযোগিতা করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আপনারা কিভাবে জেনেছেন বিষয়টি আমি জানি না, তবে আমার কাছে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির বলে কোনো কথা নেই। আমি কখনই কোনো ছাত্র সংগঠনকে আলাদাভাবে সহযোগিতা করি না, হলের সব ছাত্রকে আমি সমানভাবে দেখে থাকি।'

জামাতপন্থি ফার্মেসী অনুষদের সাবেক ডীন ড. মাহমুদ হাসান অবশ্য ¯úó ভাষাতে বলেন, 'দেশে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতিতে ইসলামী ছাত্রশিবির পজেটিভ রাজনীতি করে। তাদের একটি আদর্শ আছে। তারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। তারপরও তারা যেহেতু আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে, সেহেতু আমার নৈতিক সমর্থন তাদের প্রতি রয়েছে। আমি মনে করি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত।'

সহপাঠ্য কার্যক্রম যেমন হলের ডিবেটিং ক্লাব, ইংলিশ ক্লাব নামে বিভিন্ন সংগঠন করে তারা সাধারণ ছাত্রদের দলে টানার চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সবকিছু জানলেও তারা না জানার ভান করে থাকে। জানা গেছে, জোট রক্ষার্থে বিএনপির হাইকমান্ডের নির্দেশে ছাত্রদল শিবিরের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ মার্চ শিবির ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পর ঐ রাতে জহুরুল হক হলসহ কয়েকটি হলে শিবির ক্যাডাররা গোপনে বৈঠক করে। জহুরুল হক হলের ৩০০১ নম্বর কক্ষে গোপন বৈঠকের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ঐ দিন শিবিরকর্মীদের কিছুই বলা হয়নি।

গত ১৫ মার্চ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছয় ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে সমাবেশ করে। সমাবেশে নেতাদের বক্তৃতা চলাকালে কয়েকজনকে সমাবেশের পাশ দিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাদের চার্জ করে ছাত্ররা। চার্জ করে ব্যাগের মধ্য থেকে ছাত্র শিবিরের দুটি বই উদ্ধার করা হয় এবং দুই শিবিরকর্মী সিরাজুল ইসলাম (জহুরুল হক হল) এবং ফজলুকে (জহুরুল হক হল) গণপিটুনি দেয় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। ঐ রাতে আবারও শিবিরকর্মীরা ৩০০১ নম্বর কক্ষে বৈঠক করে। এই খবর ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কাছে পৌঁছালে তারা ঐ রুমে গিয়ে ৩ শিবিরকর্মী ফারুক, আব্দুল্লাহ এবং মামুন হাওলাদারকে মারধর করে বের করে দেয়।

ছাত্রনেতাদের বক্তব্য

কোনো ছাত্র সংগঠন পেশিশক্তি দিয়ে ক্যাম্পাস দখল করতে পারে না। ক্যাম্পাস দখল করতে হলে ছাত্রদের মন জয় করতে হয়। ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নেবে এটা কল্পনাপ্রসূত। তারা তা পারবে না। কারণ তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে। তাতে ছাত্রদের সমর্থন নেই।

আজিজুল বারী হেলাল, সভাপতি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার বলেন, পাকিস্তানের প্রেতাত্মা, স্বাধীনতাবিরোধী, মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী মৌলবাদী জামায়াত-শিবির চক্রকে প্রতিহত করা আমাদের দায়িত্ব। ধর্মের নামে যারা খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য করে তাদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। ছাত্রলীগের একজন নেতা-কর্মী বেঁচে থাকতে শিবিরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হবে না। এদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই প্রতিহত করা হবে। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত শিবিরের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ লড়াই করে যাবে।

লিয়াকত সিকদার, সভাপতি, ছাত্রলীগ

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় দখলের পর শিবির এখন মরিয়া দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলে। ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে শিবিরের বর্তমান নীলনকশা প্রতিরোধ করতে না পারলে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হবে। বিপন্ন হবে মানবতা, গণতন্ত্র।

মোঃ মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট

'৭১-এর পরাজিতশক্তি জামায়াতের সহযোগী সংগঠন ছাত্রশিবির। এই শিবির যেসব প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে সেখানে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা অসম্ভব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিকে শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দখল করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। ঢাবির প্রায় সকল ছাত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঘৃণা করে। আর প্রশাসনিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পাবে না। অতএব, ক্যাম্পাস দখলের প্রচেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না।

সামছুল আলম সজ্জন, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন

ইসলামী ছাত্রশিবির তৎপরতা চালালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে তা কোনো দিনই সফল হতে দেবে না। তারা এখন ক্ষমতায় আছে। রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পাচ্ছে, প্রশাসনিক সহযোগিতা পাচ্ছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিবিরের অপতৎপরতা অতীতেও যেমন গ্রহণ করেনি, আগামীতে গ্রহণ করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। এদের বাদ দিয়ে শিবির কোনো দিনই একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

জনার্দন দত্ত নান্টু. সভাপতি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

কিছুক্ষণের মধ্যেই হল প্রভোস্ট অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম হলে পুনর্বাসন করেন শিবিরকর্মীদের। পরের দিন সকালে ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বেলাল হোসাইন এবং সাধারণ সম্পাদক শিশির মনিরের নেতৃত্বে পুলিশি প্রহরায় উপাচার্য কার্যালয়ে গিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বরাবর স্মারকলিপি দেন ছাত্রলীগ নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়ে। উপাচার্য ঐ সময় উপস্থিত না থাকায় তার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন উপাচার্যের একান্ত সহকারী।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ইশতিয়াক আহমেদ শিমুল, নাজমুল হোসেন, তারেক আল মামুন, মিজানুর রহমান, আলমগীর হোসেন শিবিরের দায়ের করা মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন।

১৯৯০ সালে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের এক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময়ে তারা প্রকাশ্যে রাজনীতি না করলেও ঢাবি এবং জাবিতে গোপনে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় আসার পর শিবিরের সাহস বেড়ে যায়। তারা রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার ঔদ্ধত্য দেখায়। দীর্ঘ ১৫ বছর পর শিবির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করার পাঁয়তারা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নামে মামলা দায়ের করার ঔদ্ধত্য দেখায়। এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের শক্তির জানান দেয়।

গত ১৬ মার্চ রাতে জসীমউদ্দীন হলের এক শিবির ক্যাডার গায়ে পড়ে ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে ছাত্রদলের হল শাখার নেতা-কর্মীরা শিবিরের হল শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, মাজেদুল এবং মঞ্জুরুল নামে ৩ শিবির কর্মীকে মেরে হল থেকে বের করে দেয়। ঐ রাতে বঙ্গবন্ধু হল থেকেও ৬-৭ জন শিবির কর্মীকে বের করে দেয় ছাত্রদল নেতারা। এই ঘটনা ঘটানোর জন্য বিপদে পড়তে হয় হল ছাত্রদল নেতাদের। ছাত্রদলের শীর্ষ এক নেতা ফোন করে ভর্ৎসনা করেন হল দুটির শীর্ষ নেতাদের। ফলে, ছাত্রদল পিছিয়ে যায় শিবিরের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান থেকে।

এভাবে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসন এবং অন্যদিকে ছাত্রদলের সমর্থন পেয়ে শিবির তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মুহসীন হলের একজন সাধারণ ছাত্রকে। নিজেকে তিনি ছাত্রদলের সমর্থক বলে দাবি করে বলেন, বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ না বিপক্ষের দল গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নের সমাধান আজো দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। আর ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক তো শিবিরের ঘনিষ্ঠজন। বিশেষ করে সভাপতির সঙ্গে শিবিরের নেতাদের দহরম মহরম সম্পর্ক। যার প্রভাব পড়ছে পুরো ছাত্রদলের ওপর।

বস্তুত শিবিরের জাল যেভাবে ॥e¯Z হয়েছে তাতে এখনই বিএনপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিবিরের উত্থান দেখতে চান, না ছাত্রদলকে সগৌরবে দেখতে চান। এখনই বিষয়টি স্পষ্ট না করলে এর জন্য বিএনপি ও ছাত্রদলকে এক সময় পস্তাতে হবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

দেশ ও বিদেশের সব দেশ থেকে সব বাংলাদেশীদেরকে আমাকে লেখার আহ্বান জানাচ্ছি। এর আগে যারা আমাকে লিখেছেন ও দেশের রাজনীতিতে অবিলম্বে পরিবর্তন আনার অনুরোধ করেছেন তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সবাই আমার ছেলের অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতে আমার ব্যথা কিছুটা লাঘব হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে দেশপ্রেম বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তবে বিভিন্ন এলাকার ঘুষখোর দালালদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনারা সবকিছু বুঝতে পারেন নাই। এটা একটা পরিকল্পিত ব্যাপার। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে সম্বন্ধে দেশ ও বিদেশ থেকে আপনারা সবাই আমাকে লিখুন। দেশের জন্য ও আমাদের জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশ ও বিদেশ (ইটালি, কানাডা, আমেরিকা, সুইডেন, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি) থেকে আমার আত্মীয়স্বজনকে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করার আহ্বান করছি। ভিয়েনায় অবস্থানরত বাংলাদেশীদেরকেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে ও বিদেশে আমার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সবাইকে এ খবরটা জানানো সম্ভব হয়নি। এখনো জানানো সম্ভব হচ্ছে না। এটা হলো কুচক্রি বিদেশী ভুয়া শক্তিগুলো ও তাদের চাকর-চাকরানীর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমি বিভিন্ন দেশে যেতে পারলে জানানো সম্ভব হতো। আমাকে কেবল ছেলে হারাতে হয়নি, আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে দেয়া হয়নি।

বিদেশী শত্রু দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদী ঘুষ খেয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ঘুষখোরেরা দেশবাসীকে বিভ্রান্তি করায় দেশবাসী দিক-নির্দেশনা পাচ্ছে না ও অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার ছেলের মৃত্যু বিশ্লেষণ করা উচিত। যারা এ ব্যাপারে জড়িত আছে ও বিদেশী দুষ্টচক্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী যোগসাজশ করছে ও দীর্ঘমেয়াদী ঘুষ খাচ্ছে তারা এ খবরটি ইচ্ছা করে গোপন করছে ও দেশবাসীকে বঞ্চিত করছে।

যুদ্ধাপরাধীদেরকে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে পোষা কুকুরের মতো লেলিয়ে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে ও হচ্ছে।

আমাকে কেবল ছেলে হারাতে হয়নি, এরপরও আরো হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ও এখনো আরো হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র কিছুই করছে না।

সবাইকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে আমি আগ্রহী। আমাকে লেখার কোনো সময়সীমা নেই। যেকোনো সময় আমাকে লিখতে পারেন ও সব রকম পরামর্শ ও খবর দিতে পারেন। সব সময় আপনাদের চিঠি পেলে আমি খুশি হবো। বিদেশে আপনাদের আত্মীয় ও পরিচিতদের নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিলে ভালো হয়।

'৭১ ও '৭১-এর পরের দালালদের তালিকা তৈরি করা উচিত ছিল। দেশে ও বিদেশে আপনাদের এলাকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দালালদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব। দেশের স্বার্থে ও মানবজাতির স্বার্থে তালিকা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে Mechanical ও Electrical & Electronic Engineering-এর বই কিনে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। আমার কষ্ট হলেও কয়েকটি কুচক্রি দেশ আর্থিক ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করলেও, বই কিনে দেয়ার আগ্রহ আমার রয়েছে।

বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারদের ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের বৈধভাবে বিদেশে আসা উচিত বিশেষ করে যারা বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বেশ কয়েকটি দেশে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার খুবই কম দেখা যাচ্ছে।

সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশীদের বিদেশে আসা উচিত।

Advertiser,
P.O. Box 97
A 1202 Vienna
Austria